গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-র পঞ্চদশ সভার কার্যবিবরণী

| | |
|---|---|
| সভাপতি | খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম<br>মন্ত্রিপরিষদ সচিব |
| সভার তারিখ | ২৭ জুন ২০২১ খ্রি: |
| সভার সময় | বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা |
| স্থান | ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম (Zoom) |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট-ক |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কমিটির সদস্য সচিব, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আহবান জানানো হয়। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভার আলোচ্যসূচি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

**আলোচ্য বিষয়-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ**

০২। সভার সদস্য সচিব মো: রাহাত আনোয়ার, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির চতুর্দশ সভা গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভার কার্যবিবরণী যথাসময়ে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং অদ্যকার সভার নোটিশের সঙ্গেও এটি পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংযোজন বা পরিমার্জনের প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণকে অনুরোধ করা হয়। তবে কোন সদস্য বিগত সভার কার্যবিবরণীতে সংশোধন বা পরিমার্জনের কোন প্রস্তাব উপস্থাপন করেননি বিধায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে সদস্যগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

**আলোচ্য বিষয়-২: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর দ্বিতীয় পর্বের কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন।**

৩। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) অবহিত করেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বিগত সভায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ২য় পর্বের (২০২১-২৬) কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন কাজ ৩০ মে ২০২১ খ্রি: তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। উপ-কমিটিকে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ এবং যাবতীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিবগণকে অনুরোধ করা হয়েছিল। অতিরিক্ত সচিব আরও জানান, উপ-কমিটি কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। সভাপতি কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে কর্মপরিকল্পনাটি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

৪। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশে জীবনচক্র-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৫-২৬)। বাংলাদেশকে একটি প্রকৃত কল্যাণ-রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ কৌশলপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের জুন মাসে এ কৌশলপত্রটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। তিনি আরও বলেন, জাতীয় সামাজিক

নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে প্রথম পর্যায়ে ০৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২১) একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল, যা এ বছর জুন মাসে সমাপ্ত হবে। দ্বিতীয় পর্বের কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২৬) প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজনপূর্বক খসড়া প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

০৫। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাকালে তিনি জানান, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্ম-পরিকল্পনা সংক্রান্ত উপ-কমিটির একটি সভা গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্ম-পরিকল্পনার গঠন, প্রণয়ন-পদ্ধতি, সময়সূচি এবং বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়সমূহের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মপরিকল্পনা (২য় পর্বের) প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা ১৩ মার্চ ২০২১খ্রি: হতে ০৭ এপ্রিল ২০২১খ্রি: তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ ১০টি কর্মশালায় মোট ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্ম-পরিকল্পনার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা তাঁদের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের সঙ্গে ০৫টি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ক্লাস্টার সমূহের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

০৬। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার আরোও জানান, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত খসড়া কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ সংকলনপূর্বক কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। উপ-কমিটি কর্ম-পরিকল্পনার সমন্বিত খসড়াটি CMC-তে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছে, যা অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব (সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা) কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন মর্মে তিনি উল্লেখ করনে। খসড়াটির বিস্তারিত বিষয় সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি জনাব খালেদ হাসান, যুগ্মসচিব (সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা)-কে অনুরোধ করেন।

০৭। যুগ্মসচিব (সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা) কর্ম-পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ স্ক্রিনে প্রদর্শন করেন। তিনি উপস্থাপন করেন যে, কর্মপরিকল্পনাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা উপক্রমণিকা, থিমেটিক ক্লাস্টারের কর্মপরিকল্পনা, এবং মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মপরিকল্পনা। উপক্রমণিকা অংশে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পটভূমি, মূল লক্ষ্য এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ অংশে সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক যেমন জেন্ডার ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা, পুষ্টি বিষয়ক সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

০৮। ক্লাস্টারসমূহের কর্ম-পরিকল্পনা অংশের উপর আলোচনাকালে তিনি উল্লেখ করেন, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহকে সুসংহত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহকে ৫টি থিমেটিক ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এবং প্রথম পর্বের কর্মপরিকল্পনায় থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বর্ণনা না থাকায় মন্ত্রণালয়সমূহ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং বর্তমান কর্ম-পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ কর্ম-পরিকল্পনা সংযোজন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অংশে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাস্তবায়নকারী ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বের কর্ম-পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

০৯। সভাপতি, বৃহৎ একটি কাজ এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগী কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংকলিত কর্ম-পরিকল্পনাটি সকল মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়সমূহ তাঁদের স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করলেও তা সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দলিলটি পর্যালোচনা করে আগামী ১৫ জুলাই ২০২১খ্রি: এর মধ্যে সকলকে কর্ম-পরিকল্পনার উপর মতামত,

সংযোজন/বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনা উপকমিটি প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কর্ম-পরিকল্পনার খসড়াটি পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০। সভায় অবহিত করা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এ বছর বাজেট বরাদ্দ ৯৫ হাজার কোটি টাকা, যা আগামী অর্থ-বছরে(২০২১-২২) ১ লক্ষ ৭ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এটি জাতীয় বাজেটের প্রায় ১৭.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩.১১ শতাংশ। সমপর্যায়ের দেশসমূহের মধ্যে এ হার সর্বোচ্চ মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে পাঁচ বছর পরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বার্ষিক ব্যয় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হতে পারে মর্মে কর্ম-পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

১১। সভায় সরকারি পেনশন এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অন্তর্ভুক্ত রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা হয়। এ ক্ষেত্রে সিনিয়র সচিব, অর্থ-বিভাগ জানান, এটি একটি পূর্ব-মীমাংসিত বিষয়। সরকারি পেনশন এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা সামাজিক নিরাপত্তা খাতের অংশ এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সভায় স্কুল মিল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প ECNEC সভায় অনুমোদন হয়নি। সিনিয়র সচিব, অর্থ-বিভাগ জানান স্কুল মিল সংক্রান্ত প্রকল্পের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড-এর টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয় পর্যালোচনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সভায় উল্লেখ করা হয়, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে স্কুল মিলের সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কমিউনিটি-ভিত্তিক কার্যক্রম উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। সুতরাং স্কুল মিল কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়টি সরাসরি সরকারি অর্থায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত না করাই সমীচীন হবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে ক্লাস্টার কমিটি বা আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারেমর্মে সভাপতি মত ব্যক্ত করেন।

**আলোচ্য বিষয় - ৩। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করণ**

১২। সভার সদস্য সচিব, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) জানান, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কয়েকজন সদস্য কো-অপ্ট করা প্রয়োজন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় এ সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকে এ কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করা যেতে পারে মর্মে তিনি প্রস্তাব করেন। সভায় এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

**সিদ্ধান্ত:**

১৩। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

ক. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির চতুর্দশ সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হল;

খ . আগামী ১৫ জুলাই ২০২১খ্রি: তারিখের এর মধ্যে খসড়া কর্ম-পরিকল্পনার উপর মতামত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হল। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যথাশীঘ্র কর্মপরিকল্পনার খসড়াটি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে ই-মেইল যোগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

গ . কর্মপরিকল্পনা উপ-কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক এটি পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঘ . বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কো-অপ্ট করা হল।

১৪। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

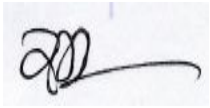

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৭২৫.০৬.০০১.১৬.৬৬

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪২৮
০৮ জুলাই ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২) সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৩) সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৬) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
৭) সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
৮) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৯) সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১০) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১১) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১২) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৩) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৪) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৫) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৬) সচিব , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৭) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৮) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
১৯) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২১) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
২২) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২৩) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
২৪) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
২৫) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২৬) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৭) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৮) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২৯) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৩০) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

৩১) সচিব , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩২) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

৩৩) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

৩৪) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩৫) সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৬) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৭) সচিব , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৮) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩৯) ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, সচিব এর দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মুর্শিদা শারমিন
উপসচিব